লাল সোনালী কলম
The Red & Gold Pen

RESEARCHED AND WRITTEN BY:
SUPURNA BANERJEE, ANCHITA GHATAK AND LAUREN WILKS

ILLUSTRATED AND DESIGNED BY:
SAMIA SINGH

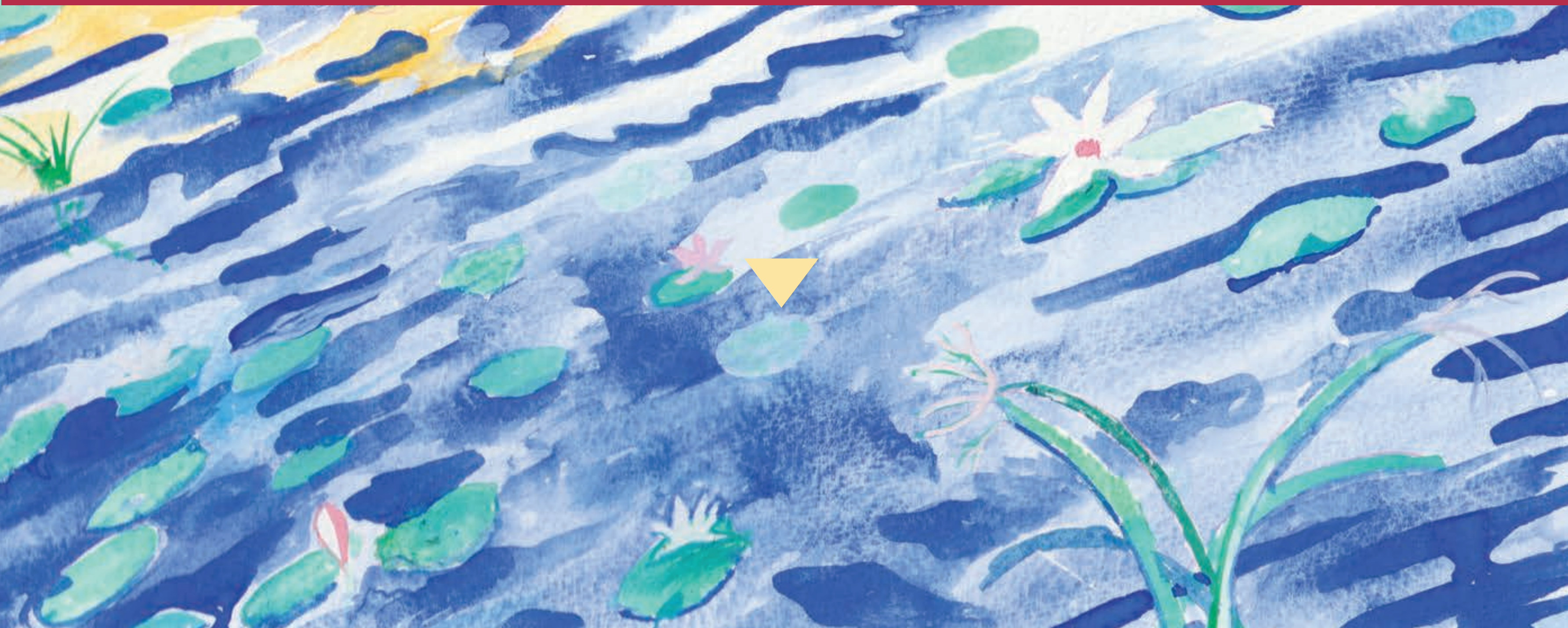

How to cite: Supurna Banerjee, Anchita Ghatak, Samia Singh and Lauren Wilks (2021). *The Red and Gold Pen*. Edinburgh: University of Edinburgh. Freely available to read and download at: http://www.red-and-gold-pen.sps.ed.ac.uk/. http://dx.doi.org/10.7488/era/532.

For further information and printed copies of the story, please contact: **redgoldpen@gmail.com**

Researched and written by: Supurna Banerjee, Anchita Ghatak and Lauren Wilks
Illustrated and designed by: Samia Singh

ISBN: 978-1-912669-26-4

Copyright © 2021 University of Edinburgh. This is an open-access story distributed under the terms of CC-BY-NC-SA. The use, distribution, or reproduction in other forums is permitted only for non-commercial purposes, and provided the original authors and illustrator are credited and the original publication is cited.

Correspondence: Lauren Wilks, redgoldpen@gmail.com

THE UNIVERSITY of EDINBURGH

Economic and Social Research Council

Parichiti
Making Women Visible

IDSK
Institute of Development Studies Kolkata

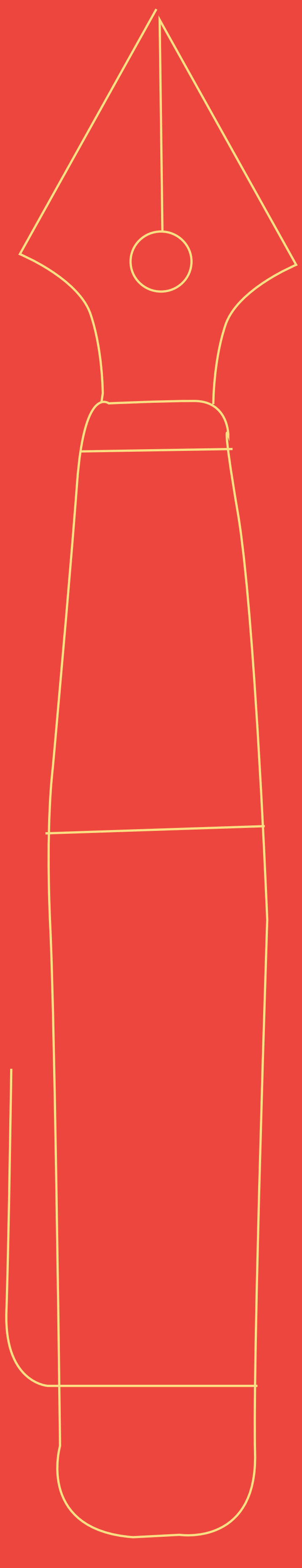

লাল সোনালী কলম
The Red & Gold Pen

Mithu wakes up with her alarm at 4.30, before her husband and two daughters, as she usually does. She quickly washes and dresses and then lays out her daughters' clothes and bags, eating a little leftover *ruti-aloo tarkari* and packing the rest into two lunchboxes – one for her husband, Debu, and one for herself. She then prepares her daughters' breakfasts – a glass of milk and two biscuits each – and cleans up the mess she has made pouring the milk. Mithu's eldest, Mahua, has a big exam today and Mithu has bought her a present, to wish her luck. She had seen Mahua looking at the pen – red and gold, with a bright, shiny lacquer – in the bookshop near the station, and she had saved part of her wage to buy it. She wishes she could see Mahua's face when she opens the packet but is getting late so leaves it by her bed and rushes to the door with her bag. Debu will see to their youngest, Bina, getting her up and dressed and walking with her and Mahua to school before heading to Sonarpur where he works as an auto–driver.

ক্রিং ক্রিং ক্রিং একটানা এল্যার্মের আওয়াজে ঘুম ভাঙল মিঠুর। ভোর সাড়ে ৪টে। ঘড়িতে সময়টা দেখে নিয়েই উঠে পড়ল মিঠু। স্বামী ও দুই মেয়ে এখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে। চান টান করে তৈরি হয়ে গতকালের বাসি রুটি তরকারির খানিকটা খেয়ে নিল। বাকিটা নিজের ও ওর বর দেবুর টিফিন বাক্সে ভরে ফেলল। দুই মেয়ের স্কুলে মিড ডে মিলের ব্যবস্থা আছে। মেয়েদের স্কুলের ব্যাগ, জামাকাপড় গুছিয়ে রেখে , ওদের জন্য দু গ্লাস দুধ আর দুটো বিস্কুট বের করে রাখলো। মেয়েরা খেয়ে স্কুলে যাবে। দুধ ঢালতে গিয়ে একটু ছলকে পড়েছিল, মুছে নিল মিঠু। বড় মেয়ে মহুয়ার আজ একটা পরীক্ষা আছে। মিঠু ওর জন্যে একটা চকচকে লাল-সোনালী কলম কিনেছিল। স্টেশনের পাশের বইখাতার দোকানটাতে বহুবার মহুয়াকে ঐ কলমটার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছিল। মাইনের খানিকটা বাঁচিয়ে তাই কিনেই ফেলল কলমটা মহুয়ার জন্য। কলমটা দেখে মহুয়ার মুখটা কেমন হবে, সেটা দেখার খুবই ইচ্ছে ছিল। সে লোভ সংবরণ করে, মেয়ের মাথার কাছে কলমের প্যাকেটটা রেখে, ব্যাগটা হাতে নিয়ে মিঠু পা চালালো। এবার না বেরোলে দেরী হয়ে যাবে। দেবু ছোটো মেয়ে বীণাকে তৈরি করিয়ে দুই মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে অটো চালাতে চলে যাবে।

Sonarpur Junction is a 25-minute walk from Mithu's house. She walks quickly, as it's cloudy and still dark and she's yet to see anyone she knows; but she must also watch her footing since it rained heavily in the night and the road is slippery with mud. Mithu carries a torch to help her find her way, but the light is dim and starting to flicker; she will have to replace the batteries but cannot afford to do this until she is paid again next month.

আলো ফোটার আগেই মিঠুর দিন শুরু হয়। রোজ। মেঘলা আকাশ, শেষ রাতের অন্ধকারে, ফাঁকা রাস্তায়, তাড়াতাড়ি পা চালালে মিনিট ২৫ সময় লাগবে সোনারপুর স্টেশনে পৌঁছতে। রাতের বৃষ্টিতে রাস্তাঘাট সব কাদায় ভর্তি। এমনিও ভাঙ্গাচোরা, আর এই অবস্থায় তো টর্চ ছাড়া হাঁটা দুষ্কর। টর্চ একটা আছে মিঠুর, কিন্তু তার ব্যাটারী পাল্টাতে হবে। সামনের মাসের মাইনে দিয়ে ব্যাটারী কিনে তবেই টর্চ জ্বালাতে পারবে মিঠু।

Mithu reaches the station as the sun is rising. She has her monthly pass so heads straight to the platform and over to the group of women she travels with most days on the 6.30 train. It's an extremely busy time to be travelling, and all the carriages appear full when the train pulls in. But Mithu and the others have no choice; their employers expect them to be at work before eight and even though the journey is not too long for Mithu, trains are often delayed – which is why she must set off in good time. Mithu and others sometimes ride in the general compartments when coming back from work, if these compartments are less busy than the 'ladies'. But at this time of the morning, they generally opt for the 'ladies', scrunching up their bags and squeezing themselves into the little remaining space. They do not want to press themselves up against unknown men who might, given the crowd, inappropriately touch them.

স্টেশনে পৌঁছতে পৌঁছতে আকাশ পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। মান্থলি হাতে প্ল্যাটফর্মে মিঠু এদিক ওদিক বন্ধুদের খোঁজে। কাউকে দেখতে না পেয়ে এগিয়ে যায়। ওরা ৬:৩০এর ডাউন লোকালের ডেইলি প্যাসেঞ্জার। প্রচন্ড ভিড় হলেও, মারপিট, গোঁতাগুঁতি করে হলেও এই লোকাল ওদের ধরতেই হবে। আটটার মধ্যে কাজের বাড়ি ঢুকতেই হবে যে। বালিগঞ্জ পৌঁছতে ২০ মিনিটের বেশী সময় না লাগলেও, ট্রেন বেশীর-ভাগ সময় দেরী করে। একটু আগেভাগেই তাই কাজে বেরতে হয় ওদের। ফেরার পথে কামরা ফাঁকা পেলে, জেনারেলে যাতায়াত করে ওরা কখনও সখনও। কিন্তু এই সময় যতই ভিড় থাকুক লেডিজ কামরা ছাড়া যাতায়াত করবেই না ওরা। একটু কম হলেও, জেনারেল কামরা ভালোই ভর্তি থাকে এ সময়। অচেনা, অজানা লোকের গা ঘেঁষে দাঁড়াতে হবে, কে কখন গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করবে কেউ জানেনা, তার চেয়ে লেডিজ কামরাই ভালো।

Inside the carriage, Mithu notices that Rinku, one of the regulars, who works in the swanky apartments near Gariahat, is not with them. Rinku rarely misses work, so Mithu asks one of Rinku's neighbours if something has happened. "Rinku argued with her employer yesterday and said she will no longer work there. It was about her clothes," the neighbour explains. "You know how she was wearing jeans? Her employer told her off, saying that she should wear 'proper clothes'. Rinku gave it right back and then left." Mithu has never dared to wear jeans, to work or for any other occasion, but once when she'd worn a new sari, gifted by her employer, a different employer had started asking questions, insinuating that she was up to something because she was 'dressing up'. Mithu is glad that Rinku talked back to her employer but is also worried about her friend who may now struggle to find new work.

রিংকুকে দেখতে পেল না মিঠু। রিংকু ওর মতনই গৃহপরিচারিকা। গড়িয়াহাটের কাছে একটা ফ্ল্যাটবাড়িতে কাজ করে। রিংকু খুব কমই কামাই করে। ওর এক প্রতিবেশীকে দেখতে পেয়ে ওর খোঁজ নিল মিঠু। "কি গো রিংকু আসেনি? কিছু হয়েছে নাকি?"

"আর বোলোনা", বলে উঠল রিংকু র প্রতিবেশী।

"আরে রিংকু ও বাড়ির লোকের সাথে ঝগড়া করে কাজ ছেড়ে দিয়েছে'। "

"কেন গো?"

"জিনপ্যান্টের জন্য গো! রিংকু জিনপ্যান্ট পরে কাজে গেছিল, ও বাড়ির বৌদি ওসব পরতে বারণ করেছে, রিংকু পাল্টা মুখ করে কাজ ছেড়ে চলে এসেছে। "

মিঠু কোনোদিনও সাহস করে জিনস্ পরেনি। কাজে কেন অকাজেও পরেনি। একবার এক কাজের বাড়ির বৌদির দেওয়া নতুন শাড়ি পরে অন্য বাড়িতে কাজে গিয়েছিল বলে সে বাড়ির দিদি অনেক ভালো মন্দ কথা শুনিয়েছিল। রিংকু পাল্টা জবাব দিয়েছে বলে মিঠুর ভালোই লাগল। কিন্তু এই বাজারে রিংকুর নতুন কাজ পেতে অসুবিধা হবে ভেবে চিন্তাও হচ্ছিল মিঠুর।

Ballygunge Junction is heaving as usual. Trains pull in one after another and announcements blare from overhead speakers. People rush and bustle in all directions. Those from Mithu's train make their way towards the bridge, the more daring among them cutting straight across the tracks. The crowd is a real mix: students and office types with backpacks and laptop cases; hawkers with wares of all shapes and sizes; and women like Mithu, dressed in saris and salwar kameez and ready for work in other people's homes. Mithu steps down from the train and takes a moment to look for her friend, Pushpa. She saw her get up with the group at Sonarpur but then lost her in the crush and crowd of the carriage. She waits a few moments more and then sets off alone, worried that she'll be late for work.

বালিগঞ্জ স্টেশনে রোজকার ব্যস্ততা। একের পর এক ট্রেন ঢুকছে। জোরে জোরে ঘোষণা চলছে ট্রেনের টাইমের। চতুর্দিক থেকে লোকজন যাতায়াত করছে। মিঠুর ট্রেনের যাত্রীরা বেশিরভাগ ব্রিজের দিকে হাঁটছে। কিছু অতিসাহসীরা সোজা ট্রেনলাইন পার করছে। সব-রকমের মানুষ আছে ভিড়ের মধ্যে। ছাত্ররা, পিঠে ল্যা-পটপ ব্যাগওয়ালা অফিস যাত্রিরা। নানা পসরা কাঁধে হকার আর শাড়ি বা সালোয়ার পরা মিঠুর মতন গৃহ পরিচারিকারা। ট্রেন থেকে নেমে মিঠুর চোখ দু মিনিটের জন্য খোঁজ করল আরেক বন্ধু পুষ্পকে। সোনারপুরে উঠতে দেখেছিল কিন্তু তারপর ভিড়ে আর দেখতে পায় নি। । আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে হাঁটা দিল মিঠু যাতে কাজে ঢুকতে দেরি না হয়ে যায়।

Mithu usually rings the bell and waits for a key to be dangled down from the window but today the door is open and she walks straight in (the cook or someone else must have accidentally left the door open on their way in). Mithu then makes her way up-stairs, removes her sandals, and knocks on the right-hand door. Her employer – a kind but stern woman in her early fifties – answers almost straight away, quickly asking Mithu how she is before grabbing her bag and disappearing from the apartment to go to her own job in an office. Mithu doesn't mind being left to get on with her work since this means that she then has more time to spend in the other homes where she works – particularly the third home where she gets along well with her employer. Mithu starts tackling the pile of dirty plates in the sink, her mind drifting to Mahua and her exam.

কাজের বাড়ির দরজার সামনে এসে মিঠু দেখল দরজা খোলা। সাধারণতঃ বেল দিয়ে দাঁড়াতে হয়। ওপর থেকে চাবি ঝুলিয়ে দিলে তালা খুলে ঢোকে। প্রথমে একটু অবাক হলেও তারপর ভাবলো অন্য কেউ ভুলে খুলে গেছে হয়ত। ভিতরে ঢুকে, চটি খুলে ওপরে ডানদিকের দরজায় কড়া নাড়ল। দরজা খুললেন গৃহকর্ত্রী। ৫১-৫২ বছর বয়স। এমনিতে ভালো, একটু গম্ভীর প্রকৃতির এই যা। মিঠুর কুশলসংবাদ জিজ্ঞেস করেই দৌড় লাগালেন আপিসের দিকে। মিঠুর এমনি একা থাকলেই সুবিধা, তাড়াতাড়ি কাজ গোটানো যায়। শেষ কাজের বাড়িতে তাহলে বেশীক্ষণ থাকতে পারবে। ও বাড়ির বৌদি বেশ ভাল, মিঠুকে খুব ভালবাসেন। বাসন মাজার কাজে হাত দিল মিঠু। কে জানে মহুয়ার পরীক্ষা কেমন হচ্ছে? বাসন মাজতে মাজতে সেই চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ল ও।

Mithu is so preoccupied with thoughts of her daughter that she doesn't notice until she is outside again that the heavens have opened and the street and drains have begun to flood. She's forgotten her umbrella so hurries over to the shop across the road, sheltering with a few others under the plastic canopy. When the rain eases off, she makes her way swiftly to the next employer's home – a slightly larger apartment in the adjacent block. Mithu is absolutely drenched – and late – when she enters the apartment, and a small puddle of water gathers at her feet. Her employer, noticing the puddle and the mud on her sari, looks irritated and tells Mithu in an off-hand tone to change quickly in the bathroom. Mithu is thankful that she remembered to pack a spare sari but wishes that she was in the next home, where her employer never rushed or treated her like this.

মেয়ের চিন্তায় আর কাজ করতে করতে মিঠু বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। কাজ সেরে বাইরে এসে দেখল যে এমন আকাশভাঙ্গা বৃষ্টি হচ্ছে যে রাস্তাঘাট সব জলমগ্ন। ছাতা আনতেও ভুলে গেছে মিঠু। উল্টো ফুটে একটা প্লাস্টিকের ছাউনির নিচে দেখল দুতিনজন দাঁড়িয়ে দু' তিনজন ছুটে গিয়ে ওখানে আশ্রয় নিল মিঠু। বৃষ্টি খানিকটা ধরার পরে, মিঠু বেরোল এরপরের কাজের বাড়ির উদ্দেশ্যে। কাকভেজা হয়ে ও বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে খানিকটা দেরিই হয়ে গেল মিঠুর। ভিজে শাড়িতে লেগে থাকা জলকাদা নিয়েই ঢুকল মিঠু। বৌদি তো তা দেখে রেগে কাঁই। ধমক দিয়ে ওকে জামাকাপড় পাল্টাতে বলল। ভাগ্যিস মিঠুর কাছে আরেকটা শাড়ি ছিল। এই রাগ দেখানোটা একেবারেই পছন্দ করে না ও। কি করবে, ওকে বলে তো আর বৃষ্টি আসেনি। ওই বাড়ির বৌদিকে এই জন্যই ওর ভালো লাগে, কখনও এরকম ব্যবহার করে না।

Finally finished with her work in the second home, and although late for the third, Mithu is relieved to be outside again, in the fresh, now—cool air. She hasn't had time to eat her lunch, which is probably why she was beginning to feel faint in the stuffy, closed—in kitchen. When she arrives at the next home, a more traditional
Bengali house, she is grateful to receive a plate of leftover pulao from her employer. Mithu eats quickly from one of the plates given to workers, answering her employer's questions between mouthfuls. She is touched that the woman has remembered her daughter's exam and that she asks her to let her know tomorrow how it has gone. Although Mithu is getting older and beginning to feel the pains other women speak about – pains which develop over years of travelling and working – it is moments like this which make it all more bearable. This employer also gives Mithu a bit of extra money each month for her daughters' tuition. Mithu and her husband appreciate this greatly.

যেদিন দেরি হয় সেদিন হতেই থাকে। এ বাড়ির কাজ গোটাতেও তাই হল। বাইরে বেরিয়ে যদিও দেখল দারুণ সুন্দর, ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। মনটা জুড়িয়ে গেল ওর। দুপুরের খাওয়া হয়নি এখনও। আগের বাড়ির ওই বদ্ধ রান্নাঘরে মাথাও ঘুরছিল মিঠুর। পরের কাজের বাড়িটা একটি সাবেকি বাঙ্গালী বাড়ি। পৌঁছতেই বাড়ির বৌদি আগের রাতের বেঁচে যাওয়া পোলাও খেতে দিল। গৃহকর্মীদের জন্য রাখা আলাদা প্লেটে। খেতে খেতেই বৌদির প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকল মিঠু। মহুয়ার পরীক্ষার কথা জিজ্ঞেস করলেন বৌদি। বললেন কাল এসে পরীক্ষা কেমন হল তা যেন অবশ্যই তাঁকে জানায়। এই মহিলার খোঁজখবর নেওয়াটা খুব ভালো লাগে মিঠুর। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই রোজকার যাতায়াত আর হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে শরীরের ওপর যা ধকল তা টের পাচ্ছে মিঠু। কেউ দুটো ভালো কথা বললে, খোঁজখবর নিলে তাই মনটা আরাম পায়। বৌদি আবার মহুয়ার টিউশনের জন্য খানিকটা বাড়তি টাকাও দেন। এই টাকাটাতে ওর আর দেবুর খুব সুবিধা হয়। সবাই এই বৌদির মতন হলে ভাল হত— মাঝে মাঝে মনে হয় মিঠুর।

Back on the street again, Mithu is relieved to be finished with her work, her arms and legs aching from all the stooping, wiping, and washing. She starts back towards the station, contemplating taking an auto before she remembers that she is planning to cook something special for Mahua and that she had better save the little money she has for groceries. As she arrives back at Ballygunge station, she realises that she's now desperate for the toilet. She didn't go when changing her clothes in the second apartment as she was already feeling rushed and worried about having to take more time to leave the apartment to use the separate workers' toilet downstairs. Frustratingly, she also forgot to go in the third home, where there's a clean, separate workers' toilet inside the house. Now, as she knows all too well, she will struggle to find somewhere that is clean and free to use. Mithu has not used the toilet in Ballygunge station recently and hopes that it has not flooded in the heavy rain like the one in Sonarpur station often does.

মিঠু কাজ শেষ করে রাস্তায় বেরিয়ে একটা স্বস্তির নিশ্বাস নিল। সারাদিনের দৌড়োদৌড়ি, ওঠা বসা, কাপড় কাচা, ঘর ঝাঁট দেওয়াতে হাত পা টনটন করতে শুরু করেছে। স্টেশনের দিকে হাঁটা শুরু করল মিঠু। অটো নেবে ভেবেছিল। কিন্তু তারপর ভাবল মহুয়াকে কিছু ভাল রেঁধে খাওয়াবে আজ তাই অটো ভাড়াটা বরং খরচা না করাই ভাল। বালিগঞ্জ স্টেশনে ঢুকতে ঢুকতেই শৌচাগারে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করল মিঠু। দুনম্বর ফ্ল্যাটে শাড়ি পাল্টাতে বাথরুমে ঢুকলেও, টয়লেট যেতে গেলে নিচে নেমে গৃহকর্মীদের জন্য আলাদা বাথরুমে যেতে হবে। আর যেহেতু এমনিতেই দেরি হয়ে গেছিল তাই আর সেটা করা হয়নি মিঠুর। কেন যে তৃতীয় বাড়িতে গেল না ভাবছিল মিঠু। বাড়ির ভেতরেই পরিষ্কার, আলাদা টয়লেট ছিল । এখন পরিষ্কার জায়গা কোথায় পাবে সে? বালিগঞ্জ স্টেশনের সুলভে অনেকদিন যায়নি মিঠু। বৃষ্টি হলে এইটাও কি সোনারপুরের সুলভের মত ভেসে যায়?

Getting out of the toilet as quickly as she can, Mithu almost collides with Saira, a younger domestic worker whom she knows through commuting but whom she has seen less of since Saira became pregnant and started taking a different, later train to work. Noticing that Saira is upset, Mithu asks her what's wrong and Saira explains that she has been feeling nauseous and threw up just now in the house where she was working. Her employer was not understanding and told her that if she is unable to continue working in her condition, they will look for someone else. Saira also thinks that she heard her employer muttering something about her being Muslim. Saira has already had to cut down her work because of her pregnancy; she cannot afford to lose this job, which is the only one she has left. Mithu tries to comfort Saira, reassuring her that the nausea will pass. She also wonders if she should contact the women from the NGO who've been visiting her village. They've called a meeting next week. She could go and ask what pregnant women can do to keep their jobs.

প্রচন্ড নোংরা সুলভ শৌচালয়টি থেকে তাড়াহুড়ো করে বেরলো মিঠু। তাও ভাগ্যিস ভেতরে জল জমেনি। বেরিয়েই আরেকটু হলে ধাক্কা লাগছিল সায়রার সঙ্গে। সায়রাও লোকের বাড়িতে ঠিকের কাজ করে। মিঠুর থেকে খানিকটা ছোটোই হবে সায়রা। ওদের আলাপ ট্রেনে। আগে একই ট্রেনে ওরা যাতায়াত করত। এখন সায়রা অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পরে, একটু পরের ট্রেন ধরে। সায়রা কিছু একটা ভাবছিল। ওকে জিজ্ঞেস করতে ও বলল আজ কাজের বাড়িতে ওর বমি হয়েছিল। সব মহিলাদের তো এইসময় এরকম হতেই পারে, তাই না? কোথায় একটু সহানুভূতি পাবে, তা না, ও বাড়ির বৌদি বলেছে যে যদি এই অবস্থায় কাজ করতে না পারে ও যেন আর না আসে। ওরা অন্য লোক দেখে নেবে। ওর মুসলমান হওয়া নিয়েও কিছু একটা বিড়বিড় করে বলল মনে হল। বাচ্চা হবে বলে এই বাড়ির কাজটা ছাড়া সবই ছাড়তে হয়েছে সায়রাকে। এই কাজটা গেলে খুব বিপদে পড়ে যাবে ও। মিঠু ওকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল। ওকে বলল যে এই বমি ভাবটা কেটে যাবে আস্তে আস্তে। মিঠু এও ভাবছিল যে একটি এনজিও থেকে ওদের পাড়ায় দু'জন মহিলা এসেছিলেন। তাদের জিজ্ঞেস করলে হয়ত জানা যাবে যে গর্ভবতী নারীরা কোনও সুবিধা পেতে পারে কি না। সামনের সপ্তাহে আবার একটা মিটিং আছে ওদের। মিটিং-এ গিয়ে ওদের কাছে জানতে চাইবে মনে মনে ঠিক করল মিঠু।

Because of the delays in finishing her work, using the toilet, and then bumping into Saira, Mithu misses her usual train home. She is frustrated and also worried as she has not yet heard from Debu who had planned to finish work early and call Mithu with news of Mahua's exam. As usual, Mithu also has a lot of jobs to do at home and wishes to get through these before enjoying what she hopes will be a nice, celebratory meal with her family. She takes out her phone to call Debu, but then spots Pushpa, who is a little further down the platform eating her lunch. Mithu remembers that Pushpa works in four homes daily, usually travelling back at this time. Mithu is eager to explain to her friend that she had tried looking for her earlier, but Pushpa, a gentle, understanding soul, stops her mid-sentence and tells her, with a wide smile, to forget it. Mithu and Pushpa then share their food and Mithu tries calling Debu, who doesn't pick up. Trying to stop herself from worrying, Mithu turns back to Pushpa and tells her what she is planning to cook for dinner.

এমনিতেই বেরোতে দেরী হয়েছিল, তারপর আবার টয়লেট, সায়রার সঙ্গে দেখা হওয়া, সব মিলিয়েই ট্রেনটা ধরতে পারল না মিঠু। বিরক্তি লাগছে। আরো বিরক্ত লাগছে দেবুর ওপর। মহুয়ার খবর জানিয়ে ফোন করার কথা ছিল দেবুর। সে ফোন এখনও আসেনি। এমনিতেও বাড়ি গিয়ে অনেক কাজ আছে আর সেসব গুটিয়ে সবাই মিলে আজ ভাল খাবেদাবে ভেবেছে মিঠু।দেবুকে ফোন করতে গিয়েই, একটু দূরে পুষ্পকে দেখতে পেল বসে খাচ্ছে। চারটে বাড়িতে কাজ করে পুষ্প। মিঠু হন্তদন্ত হয়ে ওর কাছে গেল। 'সকালে অপেক্ষা করে-ছিলাম তো তোর জন্য', মিঠুর গলায় একরাশ দুশ্চিন্তা। ধীরস্থির পুষ্প স্বভাবসিদ্ধভাবেই ভাবেই একগাল হেসে মিঠুকে বলল, 'আগে একটু চুপ করে বস তো দুমিনিট'। দুই বন্ধু তাদের খাবার ভাগ করে খেতে লাগল। মিঠু নিজেই খানিক পরে দেবুকে একটা ফোন করল। ফোনটা বেজে গেল, দেবু ধরল না। মাথায় চিন্তা ভিড় করছিল মিঠুর। খানিক জোর করেই তাই রাতের রান্নার গল্প করতে শুরু করল ও পুষ্পর সঙ্গে।

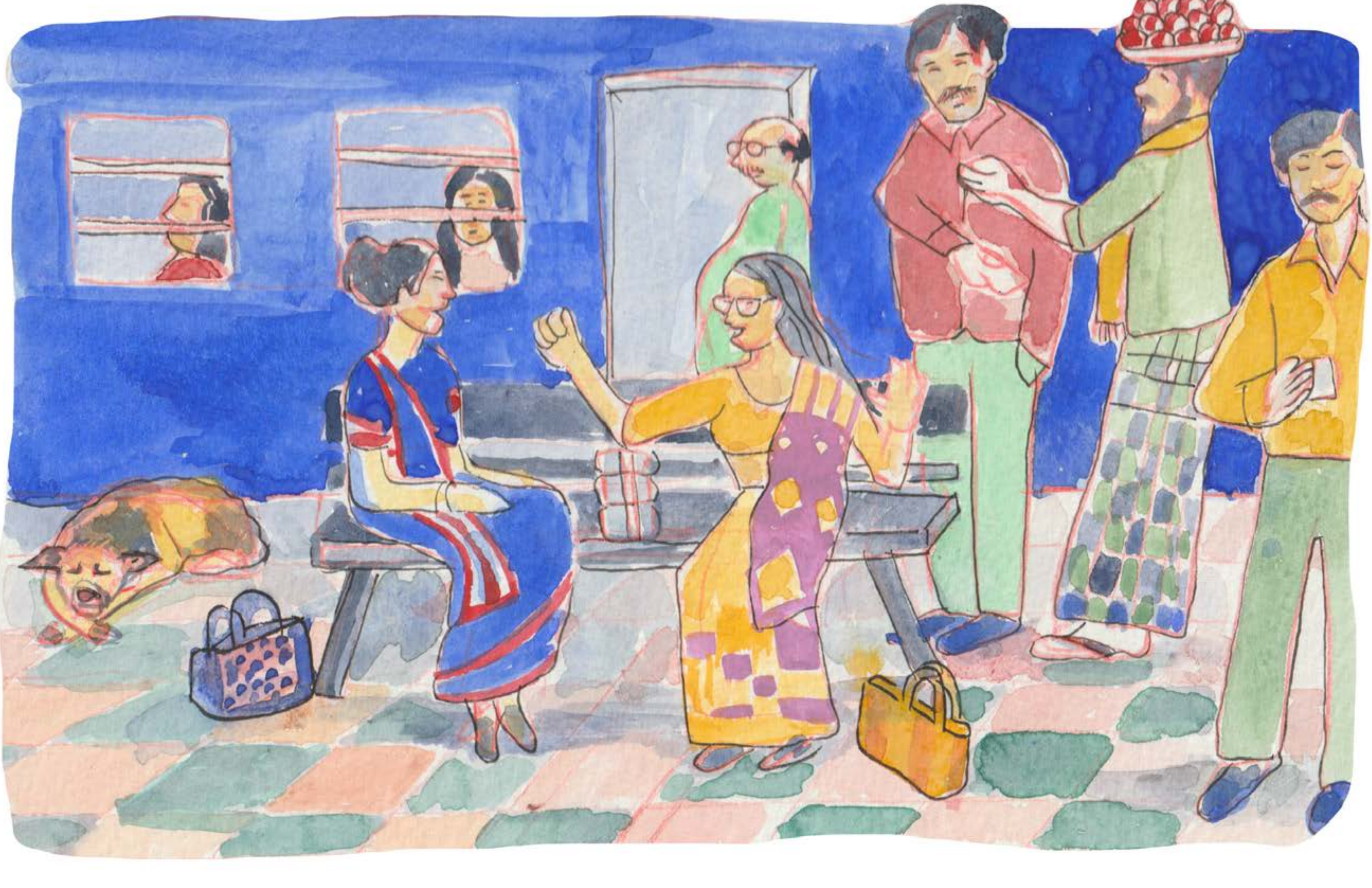

When the 3.30 train arrives, the two friends are relieved to see that the general compartments are not quite full, and certainly much less cramped than the two 'ladies' carriages', which, they can see, have women hanging out of the doors. They clamber up, pushing past a group of men who are getting down, and grab hold of the vertical rail in the middle. After a few stops, they manage to find seats opposite one another and, placing their bags on their laps, begin discussing the gated community where Pushpa works. This morning, Pushpa forgot her ID-card and the guards who'd rotated again and didn't know her face called her employer to check who she was and if they should let her through. One of the female guards who was tasked with searching her also then took everything out of her bag, placing the items on the table for everyone to see. Mithu feels upset that her kind friend has had to endure such humiliation, and can only shake her head as she listens to Pushpa recount the story. The two friends soon fall into a thoughtful silence and a gentle breeze drifts through the carriage providing some relief from the stifling July humidity. Mithu's blouse is damp and stained under the arms; she will have to wash it, along with the sari she had on earlier, once she gets home.

সাড়ে তিনটের ট্রেন ঢুকতে দুই বন্ধু দেখল যে জেনারেল কামরাগুলি বেশ ফাঁকা। অন্ততঃ দুটো লেডিজ কামরার তুলনায় তো বটেই। লেডিজ কামরার দরজা থেকে মহিলারা বাদুড়ঝোলা ঝুলছে। ওরা সামনে দাঁড়ানো কিছু লোককে ঠেলে, ভেতরে ঢুকে ওপরের রড ধরে দাঁড়াল। কয়েকটা স্টেশন পেরোতেই মুখোমুখি দুটো সীট পেয়ে বসে পড়ে ওরা। হাতের ব্যাগ কোলে নিয়ে বসল দুজনে। পুষ্প তারপর বলতে শুরু করল ওর বড় গেটওয়ালা আবাসনের গল্প। আজ সকালে পুষ্প পরিচয়পত্র আনতে ভুলে গিয়েছিল বলে একজন দারোয়ান, যে ওর মুখ চেনে না, গৃহকর্ত্রীকে ফোন করে জানতে চায় ওকে ঢুকতে দেবে কিনা। এক মহিলা গার্ড, ওর তল্লাশি নেয় ও ওর ব্যাগের সব জিনিষ বের করে সবার সামনে টেবিলে রাখে। ওর দয়ালু বন্ধুটির সঙ্গে এরকম হয়েছে শুনে মিঠুর খুব কষ্ট হয়ে। পুষ্পর গল্প শুনতে শুনতে বির-ক্তিতে মাথা নাড়তে থাকে মিঠু। মৃদু বাতাস,কামরার ভেতর জানলা দিয়ে ঢুকে, জুলাই মাসের ভ্যাপসা গরমেও, খানিকটা হলেও স্বস্তির হাওয়া ছড়িয়ে দিচ্ছিল যাত্রীদের শরীরে। সেই আরামেই দুজনে নিজেদের চিন্তায় গা ভাসিয়ে দিল। মিঠুর ব্লাউজ ঘামে ভিজে গেছে, বগলে দাগ হয়ে গেছে। বাড়ি গিয়ে ব্লাউজটা কেচে ফেলতে হবে, ভিজে যাওয়া শাড়ীটার সঙ্গে।

In Sonarpur, Mithu and Pushpa cross the tracks and head towards the market. Mithu quickly peruses the vegetables before picking up two small aubergines and five eggs – Mahua's favourites – and handing her money to the vendor. She was happy to sit and rest on the train but is now keen to get home and find out what has happened with Mahua, and why Debu is not answering his phone. The vendor begins to ask if Mithu and Pushpa have heard about the incident at the station, something apparently involving the police, but Mithu is already zipping up her purse and walking away. Her friend Pushpa follows swiftly behind.

সোনারপুরে নেমে, মিঠু আর পুষ্প লাইন পেরিয়ে বাজারের দিকে হাঁটল। সবজির বাজার থেকে দুটো ছোটো বেগুন কিনলো। তারপর ডিমের দোকান থেকে পাঁচটা ডিম। আজ রাতে বেগুন ভাজা আর ডিমের ডালনা রাঁধবে ও। এগুলো মহুয়ার খুব প্রিয়। ট্রেনে যা জিরিয়ে নেবার ও নিয়েছে, এবার তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌছতে হবে। মহুয়ার পরীক্ষা কেমন হয়েছে জানতে তর সইছিল না মিঠুর। দেবুও কেন ফোনটা ধরল না সেটাও জানতে হবে। সোনারপুরে আজ কিছু একটা ঝামেলা হয়েছে। পুলিশ এসেছিল। ডিমের দোকানের লোকটির এই নিয়ে ওদের সঙ্গে গল্প করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু মিঠুর আজ আর সময় নেই। দোকানদারের কথার মাঝেই, বটুয়া বন্ধ করে হাঁটা দিল ওরা। মিঠু দুপা আগে, পুষ্প ওর পিছন পিছন।

Mithu and Pushpa part ways at the auto stand and Mithu finds herself once again on the wet, muddy road connecting Sonarpur and her village. She recognises several others, who are also making their way home, but does not stop to chat; and when she turns the narrow, plant-strewn path leading to her house, she is a little out of breath. Debu, she can see, is sitting on the doorstep attempting to console Mahua, who has her head in her hands and is crying. Spotting Mithu, Debu stands up and explains that Mahua thinks she has flunked the exam. Mithu and Debu exchange a loving smile; this is not the first time their eldest has thought the worst about an exam, only to go on to score near the top of her class. Mithu ruffles her younger daughter Bina's hair and moves closer to Mahua, putting an arm around her and telling her not to worry, that she likely did much better than she thinks. She then takes out her groceries and tells Mahua about the nice meal she's going to cook for them to celebrate. Mahua smiles and thanks her mother for the pen.

অটো স্ট্যান্ডে পৌছে দুজনে দুদিকের রাস্তা ধরল। মিঠু আবার সেই ভেজা কাদামাখা রাস্তা ধরে গ্রামের দিকে এগিয়ে চলল। অনেক চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হলেও মিঠু কথা না বলে এগিয়ে গেল। বাড়ির মুখের সরু লতায় মোড়া গলিতে পৌঁছতে পৌঁছতে মিঠুর খানিক হাঁপ-ই ধরে গেল। দেখতে পেল দেবু মহুয়াকে কি বোঝাচ্ছে। মহুয়া মাথায় হাত দিয়ে হাপুস নয়নে কেঁদে যাচ্ছে। মিঠুকে দেখে দেবু উঠে দাঁড়াল। চোখের কোণে কৌতুক নিয়ে বলল যে মহুয়া নাকি এবারও ফেল করবে পরীক্ষায়। চোখ থেকে ঠোঁটে এসে ফুটল হাসিটা। দুজনেরই। মহুয়া এরকম প্রতিবা-রেই বলে, আর প্রতিবারেই ও ক্লাসের সেরার মধ্যে নম্বর পায়। মিঠু ছোটো মেয়ে বীণার চুলে বিলি কেটে খানিকটা আদর করে মহুয়ার কাছে গেল। ওর কাঁধে হাত রেখে ওকে চিন্তা করতে বারণ করল আর বলল যে নিশ্চয় মহুয়া যা ভাবছে তার থেকে অনেক ভালো পরীক্ষা হয়েছে ওর। বাজার বের করে রাখতে রাখতে, মহুয়াকে রাতে ওরা কি খাবে তাই বলল মিঠু। নিজের পছন্দের খাবারের কথা শুনে, মহুয়ার চোখের জল নিমেষে উবে গেল। দু'কান-জোড়া হাসি ছড়িয়ে পড়ল ওর মুখে। মাকে জড়িয়ে ধরে বলল ওই লাল সোনালী কলমটা ওর খুব পছন্দ হয়েছে।

Mithu gets swiftly to work on the family meal, chopping and preparing the vegetables before leaving them to fry and simmer with oil and spice. She then quickly sweeps and tidies the house – a small two–room structure made of brick – and sets about changing and soaking her clothes, pop–ping back into the house intermittently to check and stir her pots. Mithu usually asks Mahua to help with the chores on days that she and Bina do not go to tuition, but today she is happy to leave Mahua playing outside with her friends. Bina is sitting with Debu on the bed, flicking through her school books and eating from a plate of *muri*.

মিঠু কাজে লেগে পড়ল। সবজি কেটেকুটে, তেল মশলা দিয়ে চাপিয়ে দিল। তারপর ঘরদোর ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে ফেললো। ওদের ছোট দু কামরার ইঁটের বাড়ি। ঘরের পিছনে কাপড় ধুতে ধুতে মাঝেমাঝে এসে রান্নার তদারকি করে যাচ্ছে মিঠু। অন্যদিন হলে মেয়েদের টিউশন না থাকলে, মহুয়াকে হাত লাগাতে বলে। কিন্তু আজ মহুয়াকে ওর বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে দিলো। বীণা ওদের ছোটো মেয়েটা, বাবার সঙ্গে খাটের ওপর বসে, প্লেট থেকে মুড়ি খেতে খেতে, স্কুলের বইয়ের পাতা উল্টোচ্ছে।

A little while later, the family sit down to enjoy their meal, the good atmosphere dampened only slightly by the raised voices they can hear from next door. Mithu's neighbour Laxmi is the same age as herself, though because of her upper-caste credentials works in the better-paid role of a cook, earning more than Mithu who is from a lower-caste background. Lakshmi often confides in Mithu about her arguments with her husband, Sanjay, who is a bit older and doesn't work due to a hand injury. Like many other men in the village, Sanjay regularly spends his wife's earnings on drinking and card games; and, often, when Laxmi returns home late, he becomes suspicious, sometimes beating her and taking away her phone.Clearing away the plates, Mithu feels grateful for her husband who, although sometimes asks questions when she is late, rarely shouts and never once has lifted a hand to her. Mithu makes a mental note to pop around to see Laxmi tomorrow after work, when Sanjay is out meeting friends. She will ask again if she wants to meet the women from the NGO - Mithu knows that they have helped women like Laxmi in the past and hopes that Laxmi will say yes.

আরো কিছুক্ষণ পর, রাতের খাবার খেতে বসল সবাই। হাসাহাসি, অন্তরঙ্গতার এই আবহে খানিকটা হলেও টোল ফেলল পাশের বাড়ি থেকে আসা উঁচু গলার স্বর। মিঠুর প্রতিবেশি, লক্ষ্মী, মিঠুরই বয়সি। ব্রাহ্মণ বলে লক্ষ্মী রান্নার কাজ পায় আর 'নিচু জাতের' মিঠুর থেকে বেশি রোজগার করে। মাঝেমাঝে ও মিঠুকে বলে ওর স্বামী সঞ্জয়ের কথা। একটু বয়স্ক সঞ্জয়, একটা হাতে চোট বলে উপার্জন করতে পারেনা। অন্য অনেক পুরুষের মতই স্ত্রীর রোজগারের পয়সায় ওর মদ জুয়া চলে। লক্ষ্মীর কখনো দেরী হলে, সন্দেহবাতিক সঞ্জয় ওর ফোন কেড়ে নেয়, ওকে মারধরও করে। মিঠু মধ্যেমধ্যে ভাবে যে, কপাল করে ওর দেবুর মতন লোকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। দেবু ভালো মানুষ। কখনো যে ঝগড়াঝাঁটি হয়না তা নয়। ফিরতে দেরী হলে কখনও দেবু জানতে চায়। কিন্তু খুব শান্ত প্রকৃতির মানুষ দেবু। রাগ প্রায় দেখায়ই না, গায়ে হাত তোলার তো প্রশ্নই ওঠে না। আগামীকাল লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা করবে মিঠু, যখন সঞ্জয় থাকবে না। লক্ষ্মী-কে ওই এনজিও-র দিদিদের সঙ্গে দেখা করতে রাজি করাতে হবে। মিঠু আশা করে ও হ্যাঁ বলবে। মিঠু জানে যে এরকম পরি-স্থিতিতে থাকা মহিলাদের ওরা আগেও সাহায্য করেছে।

It's getting dark and Mithu suddenly remembers the clothes that are soaking in buckets of soapy water outside. She stands to go and tend to them, stopping for a moment to regain her balance in the doorway. She is exhausted and looking forward to getting some sleep, though she knows that by the time she is finished with rinsing and hanging up the clothes, plus the other tasks she still has to do, it will almost be time to get up and start all over again. Mithu can hear her daughters laughing at the television behind her; she glances over at them, curled up watching cartoons. She sees that Mahua is twirling something in her hand – the red and gold pen – and smiles. She is pleased that her daughter liked her present, and that both girls seem to be doing well in school. She makes another mental note – to save and buy something for Bina next, a new colouring book perhaps – before crouching down beside the buckets.

মিঠুর হঠাৎ খেয়াল হল যে জামাকাপড়গুলো এখনও বালতিতে সাবান কাচা হয়ে পড়ে আছে। ও উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে গেল। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে টাল সামলে নিল মিঠু। অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে, ঘুমও পেয়েছে, যদিও ও জানে যে সব কাজ গুটিয়ে শুতে শুতে আবার উঠে কাজে বেরিয়ে পড়ার সময়ই প্রায় হয়ে যাবে। টিভির সামনে থেকে মেয়েদের হাসির আওয়াজ পেয়ে মিঠু ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল, দুই মেয়ে গুটিশুটি পাকিয়ে কার্টুন দেখছে। অজান্তেই মুখে হাসি ফুটে উঠল মিঠুর। ভাল লাগছে ওর যে বড় মেয়ের কলমটা পছন্দ হয়েছে আর মেয়েরা পড়াশোনায় ভাল করছে। এরপর বীণাকে একটা উপহার কিনে দিতে হবে, রঙ করার একটা নতুন বই হয়ত—ভাবতে ভাবতে কাপড়ের বালতির পাশে হাঁটু গেড়ে বসল মিঠু।

Further information and resources

Groups and organisations supporting domestic workers in India

Parichiti (meaning 'identity') works to support and mobilise women domestic workers in Kolkata and surrounding areas. For more information and contact details, see: https://www.parichiti.org.in/ and https://www.facebook.com/Parichiti-Making-Women-Visible-100682173347583/

The **Paschimbanga Griha Kalyan Samiti (PGKS)**, or the West Bengal Domestic Workers Welfare Society, is an organisation that fights for the rights and dignity of domestic workers. For more information and contact details, see: https://www.facebook.com/PGKSpage/

The **Pune Shahar Molkarin Sanghatana**, or the Pune City Domestic Workers Association, has a membership of over 15,000 women and has been active, as part of a broader Maharashtra network, in calling for legislation on domestic work. For more information see: http://www.wiego.org/sites/default/files/publications/files/Gothoskar_New_Initiatives_Organizing_2005.pdf

The **Self-Employed Women's Association (SEWA)** movement in Kerala works for the rights of poor women workers and is attempting to unionise and professionalise domestic work, playing a role in recruitment, acting as a union, and encouraging training and skill-building. For more information and contact details, see: https://sewakerala.org

The **National Domestic Workers' Movement (NDWM)** has been championing the rights of domestic workers, children in domestic work and migrant domestic workers in India since 1985. The movement is spread across 17 Indian states and engages nearly 200,000 domestic workers in major cities, towns, and villages. For more information, see: http://ndwm.org

Supurna Banerjee is a feminist academic working as assistant professor in Institute of Development Studies Kolkata working on issues of labour, women, intersectionality, caste and migration. Her monograph Activism and Agency in India: Nurturing Resistance in the Tea Plantations (Routledge) was published in 2017 and her co-authored book Limits of Bargaining: Capital, Labour and the State in Contemporary India (Cambridge University Press) published in 2019. She has also edited and written in various peer-reviewed journals and edited volumes.

Anchita Ghatak is a women's rights activist and a development professional working in the non-profit sector. She is one of the founders of Parichiti, a women's organisation that works to create a gender equal world by articulating and fighting for the rights of women domestic workers, other marginalised women and girls. Anchita was part of the group of activists that initiated Maitree, a women's rights network in West Bengal in the mid 1990s. Anchita has also co-founded Kolkata Initiatives to promote local philanthropy and support elderly women in poor communities.

Samia Singh is an illustrator and a graphic designer based in Punjab, India. Samia studied Visual Communication at Srishti Institute of Art, Design & Technology, Bangalore, India (2009) and Printmaking at Il Bisonte Instituto de Arte Grafica in Firenze, Italy (2012) Samia's work has been exhibited in India, Singapore, Spain, Japan, UK & Italy. Samia's clients include UNFPA, The Economist, Huffington Post, National Geographic, Pan Macmillan, Standard Chartered, Tourism Australia, Clinique, Japan Foundation and leading universities in India and the UK.
Website: www.samiasingh.com; Instagram: samiasingh_art

Lauren Wilks is a feminist sociologist and social researcher with interests in work/labour, gender, and inequality. She studied history and sociology at the University of Edinburgh, and she received her PhD (an ethnographic study of commuting and domestic work in West Bengal) in 2019. She is currently an ESRC Postdoctoral Fellow in Sociology at the University of Edinburgh.For updates on her work, follow her on Twitter: @wilksls

Mithu is one of a vast number of women commuting to Kolkata for domestic work. She lives with her family outside the city, in a village close to Sonarpur, and she travels daily by local train – often suffering delays and rushing to and between her three employers' homes. The work (washing dishes, sweeping floors) is low–paid and little–appreciated, but it provides an important source of income, helping Mithu to support her family and pay for her daughters' education.

As we travel with Mithu, from her own home to her employers' homes and back again, we are offered glimpses of her daily life, trials and tribulations, and love for her family. We see how, for Mithu and many others like her, commuting brings additional challenges, complicating and compounding many of the issues facing domestic workers in India, but also how, for those doing it, there is often a profound belief in the power of education. It is this belief – and the hope of a better life for their children through education – which sits at the heart of *The Red and Gold Pen*.

Parichiti Making women visible
Institute of Development Studies Kolkata IDSK Institute of Development Studies Kolkata
UKRI Economic and Social Research Council
THE UNIVERSITY of EDINBURGH